

"মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদেরকে মুখে কিছুই বলতে হবে না, সত্য হৃদয়ে একমাত্র বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, সত্য হৃদয়ে ঈশ্বর প্রসন্ন হন"

\*প্রশ্নঃ - সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ম্যানার (চরিত্র) কি? তোমাদেরকে কোন্ দৈবী ম্যানারসকে ধারণ করতে হবে?

\*উত্তরঃ - সবচেয়ে ভালো ম্যানার হলো, সর্বদাই প্রফুল্লিত থাকা। দেবতারা সর্বদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকেন, তাঁরা খিলখিল করে উচ্চস্বরে হাসেন না। অট্টহাস্য করা অথবা শব্দ করে হাসাও এক রকমের বিকার। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে বাবার স্মরণের গুপ্ত খুশি থাকা দরকার। ফ্যামিলিয়ারিটির (অন্তরঙ্গতা) সংস্কারও অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সার্ভিসের (সেবার) সফলতার জন্য, অনাসক্ত মনোভাবের প্রয়োজন। তাতে নাম-রূপের বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধও যেন না থাকে। অত্যন্ত স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রয়োজন। এইভাবে ধারণাযুক্ত হয়ে বাচ্চারা, যখন সার্ভিস করে, অন্যদেরকে নিজের সমান করে গড়ে তোলে, তখনই তাদের চেহারা প্রফুল্লিত হয়ে থাকে।

\*গীতঃ- না তিনি কখনো আমাদের থেকে আলাদা হবেন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা নিজের নিজা পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী একথা জানে। বলা হয়ে থাকে যে - সত্য হৃদয়ে ঈশ্বর (সাহেব) প্রসন্ন হন। আত্মার মধ্যেই হৃদয় রয়েছে। সুতরাং সত্য ঈশ্বরকে স্মরণ করলে তবেই সুখ প্রাপ্ত হবে। স্মরণ করার অর্থ হলো অন্তরে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করা। সাহেবকে জপো। জপ করার অর্থ এটা নয় যে, মুখে কিছু বলতে হবে। না, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে নিবিড় সুখের প্রাপ্তি হবে। অন্যদেরকেও নিজের মত করে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। ঠিক যেমন ভাবে সত্যিকারের পতিরতা স্ত্রী একমাত্র তার স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে ভালবাসে না, ঠিক সেভাবেই আত্মাকে, ওই পারলৌকিক অসীমের বাবাকে সত্য হৃদয়ে স্মরণ করতে হবে। ঠিক যেমনভাবে প্রিয়তম-প্রিয়তমার (আশিক-মাশুক) ভালোবাসা। তারা একে অপরের নাম-রূপে সমর্পিত হয়, সেখানে বিকারের কোন নাম গন্ধ থাকে না। প্রিয়তম স্মরণ করে প্রিয়তমাকে আর প্রিয়তমা স্মরণ করে তার প্রিয়তমকে। ব্যস্ আর অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি ধাবিত হয় না। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করতে থাকলেও, মনটা সেই এক এর সাথেই যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে স্মরণ করাই হলো পবিত্র স্মরণ। এক্ষেত্রে শরীর এবং বুদ্ধি অপবিত্র হয় না। তারও গায়ন রয়েছে, কিন্তু এমন পবিত্র ভালোবাসা খুব কম সংখ্যক এর রয়েছে। এই জ্ঞানেও সত্যিকারের আশিক (প্রেমিক) এর সংখ্যা অনেক কম। এমনই দুস্তর মায়া যে অধঃপতন করিয়ে দেয়। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। রাবণ বলেছিল - দেখা যাক অঙ্গদের দৃঢ় সংকল্পরূপী পা নাড়ানো যায় কিনা? জ্ঞানে যারা অত্যন্ত পারদর্শী মহারথী হয়, মায়া তাদেরকেই ধরে আছাড় মারে। ইঁদুর যখন কেটে দেয়, তখন এমন ভাবে ফুঁ দেয় যাতে কেউ বুঝতেও না পারে। মায়াও এমনই দুস্তর। কারোর মধ্যে বেকায়দা চালচলন দেখলে, মায়া এসে ভেতরে ভেতরে তার বুদ্ধিতে গুপ্ত তালা লাগিয়ে দেয়। এসব ভালোভাবে বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবাকে স্মরণ করার দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস এর প্রয়োজন। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকা দরকার।

তোমাদেরকে অনাসক্ত হয়ে সার্ভিস (সেবা) করতে হবে। এই জ্ঞানে যে যতই পরিপক্ব হোক না কেন, তবু কখনোই তার নাম-রূপের মোহে আটকে যেও না, এতে অত্যন্ত লোকসান হয়ে যায়। বাবা বলেন যে - নিজেকে অশরীরী আত্মা জেনে আমাকে স্মরণ করো। নিজেকে স্বচ্ছ রাখো। তোমরা শিববাবাকে জেনে তাঁর হয়ে যাও, তিনি তোমাদেরকে স্বচ্ছ করে তোলেন। নিজেকে বিকার মুক্ত করতে হবে। তোমাদের তো নামই হল শিবশক্তি। তোমরা সর্বশক্তিমান এর কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত কর, সুতরাং খুব ভালোভাবে তাঁর সাথে যোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলেন - নিরন্তর স্মরণে থাকা, অত সহজ কথা নয়। আহার করার সময়, বাচ্চারা কত চেষ্টা করে বাবার স্মরণে থাকার, তবুও ভুলে যায়। অনেক বাচ্চারাই চেষ্টা করে যাতে বাবার স্মরণে থেকে আহার গ্রহণ করতে পারে, তারা মনে করে - তিনি আমাদের অতি প্রিয়, যদি তাঁকে স্মরণ করে আহার গ্রহণ করি তো তিনি আমাদের সাথেই সর্বদা থাকবেন। তবুও বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে বাবার কথা ভুলে যায়। ভক্তি মার্গেও বুদ্ধি অন্য নানান দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এতো হল জ্ঞানের কথা। এসব কথা বাচ্চারা পুরোপুরি বুঝতে পারে না আর ছোট বাচ্চাদের মত হামাগুড়ি দিতে থাকে। যখন বাবার সাথে নিরন্তর ভাবে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারবে, তখনই বুঝতে পারা যাবে যে কর্মাতীত অবস্থা নিকটবর্তী। কিন্তু বাবার স্মৃতি বেশিক্ষণ মনে টিকে থাকতে পারে

না, মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবা দেখেন যে, অনেকেরই বুদ্ধিযোগ পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, অশরীরী হয়ে উঠতে যথেষ্ট মেহনতের দরকার হয়। খুব কম সংখ্যক বাচ্চারা ই সত্যি কথা বলে, বাবাদের সত্যি কথা বলতে লজ্জা অনুভব হয়। মায়া বড়ই দুস্তর। মাথা মুড়িয়ে দিতে এতটুকুও দেরি করে না। কেউ যদি ভাবে যে, আমরা তো বাবার বাচ্চা হয়েই আছি, আমাদের বাবাকে স্মরণ করার কি দরকার- তাহলে তা ঠিক নয়। নানান রকমের যুক্তিও বলা হয়ে থাকে। প্রথমে কর্মাতীত অবস্থায় যেতে হবে, তারপর ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্তি হবে। বাবা জানেন যে মায়া বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত হয়রান করে দেয়, মনে বাবার স্মৃতিকে টিকতে দেয় না। অনেকেরই এরকম অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, যারা অন্যের নাম রূপের ফাঁদে পড়ে যায়। এখন নিজেকে অশরীরী মনে করার অভ্যাস করতে হবে, কারণ তোমরা বহু সময় ধরে নিজেদেরকে অশরীরী বলে জানতে না। সত্যযুগে এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি আত্মা, আমাকে এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। বাচ্চাদের এরকম সাক্ষাৎকারও হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে তারা বুঝতে পারে যে এখন শরীরের আয়ুকাল পূর্ণ হতে চলেছে। যখন কারোর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন সে বলে যে - আমার মনে হয় যে, আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে আর থাকতে পারব না। সত্যযুগে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, অনেক কাল এই শরীরে থাকা হয়েছে, এখন একে ত্যাগ করতে হবে। নিজের সময় অনুযায়ী আনন্দ সহকারে শরীর ত্যাগ করে। ড্রামা অনুযায়ী - সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে থাকবে কিন্তু বাবার জ্ঞান একেবারেই থাকবে না। ওখানে কেউ বাবাকে কেনই বা স্মরণ করবে? প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে মানুষ দুঃখে তাঁকে স্মরণ করে আর তোমাদেরকে নিজেদেরকে আত্মা জেনে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। এই শরীর তো এখন পুরনো হয়ে গেছে। এর প্রতি তো কোনমতেই মোহ থাকার কথা নয়, বরঞ্চ এর প্রতি অনাসক্ত ভাব হওয়া উচিত। যে যতই অসাধারণ রূপবান রূপবতী সুন্দর দেহধারী হোক না কেন, প্রত্যেকেই এখন কদর্য হয়ে গেছে, তার কারণ কালের নিয়ম অনুযায়ী সকল আত্মাই কালো হয়ে গেছে। এসব কথা বুদ্ধিসহকারে ভালো করে বোঝার কথা। সকল মানুষের শরীর কালো বর্ণের হয়ে যায় না, দেহের বর্ণ নির্ভর করে সেই স্থানের আবহাওয়া, জল-হাওয়ার ওপর। শীতপ্রধান দেশে মানুষের দেহের বর্ণ গৌর হয়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে, বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। যেমন ভাবে লৌকিকে লভ ম্যারেজ (প্রেমঘটিত বিবাহ) করে থাকে। এও তো তোমাদের আত্মার লভ ম্যারেজ। তখন আর এই দেহের প্রতি লভ (ভালোবাসা) থাকে না। যখন নিজের দেহের প্রতি কোন লভ থাকে না তখন অন্যের দেহের প্রতি আর লভ কি করে থাকবে? এই দুনিয়াতে দেহের কালো রং অথবা ফর্সার রং এর ভিত্তিতে সৌন্দর্যের বিচার হয়। কেউ কেউ আবার না দেখেই সগাই করে নেয় (বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়), তারপর চেহারা দেখার পর বলে যে এরকম কালো রংয়ের জীবনসার্থী চাই না। তারপর বিবাদের সৃষ্টি হয়, তারা বলে যে - আমি টাকা পয়সা নিয়ে কি করব, আমার তো সুন্দর জীবনসার্থী চাই।

এখন তোমরা জানো যে, আমরা সকলেই হলাম আত্মা। এই পুরাতন দেহের প্রতি মোহ রাখবে না। কারণ এসবই তো বিকারী সম্বন্ধ। লৌকিক সমস্ত ব্যাপার থেকে আমাদের বিষয় অনেক ভিন্ন। এখন তোমাদের কালো হয়ে যাওয়া আত্মার গাঁটছড়া বাধা হয়েছে গৌরবর্ণের মুসাফিরের সাথে। এখন তোমরা জানো যে এই দুনিয়াতে সকলেরই আত্মা একেবারে কালো হয়ে গেছে। যিনি গৌরবর্ণের তাঁর সাথে সম্বন্ধ জুড়ে তোমাদের আত্মাকে গৌরবর্ণ করে তুলতে হবে। একজন মুসাফির শত শত হাজার হাজার আত্মাকে সুন্দর করে তোলেন। কালো হয়ে যাওয়া আত্মাকে গৌরবর্ণের করে তুলতে হবে, এতে খুব ভালো রকমের যোগ এর প্রয়োজন আছে। আত্মা যদি কালো হয়েই থেকে যায় তাহলে প্রথমত তাকে অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে আর তারপর পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এখানে কারোর নাম-রূপের ফাঁদে ফেঁসে যেও না। অনেক বড় (ডিস্ সার্ভিস) বিকর্ম হয়ে যায় তাই বাবা বোঝাতে থাকেন - সাবধান থাকো, তোমরা মায়ার চক্রে পড়ে গেছো, তবুও বাচ্চারা বুঝতে পারে না। যা অবশ্যস্বাভাবী তা হয়েই থাকে। বাচ্চাদের পদভ্রষ্ট করে দেয়। বাবা বলেন - যোগঅগ্নির দ্বারা নিজের আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। এ হলো ভাঙি। বাবার সাথে যুগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে যদি অন্য কোন দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তা ব্যভিচারী বুদ্ধি। তখন সার্ভিস করতে পারবে না, কোন পদও প্রাপ্ত করতে পারবে না। যোগঅগ্নির দ্বারা আত্মার অশুদ্ধি বিনষ্ট হবে। আত্মা যোগযুক্ত হলে তার মধ্যে জ্ঞান ধারণা হবে।

বাবা রূপও (যোগস্বরূপ), আবার বসন্তও (জ্ঞানের বর্ষা প্রদানকারী)। বাচ্চারা তোমরা যত রূপ হয়ে উঠতে থাকবে, ততই জ্ঞানের ধারণা হতে থাকবে। প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমরা যোগ যোগ বলতে থাকো, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও অনেকেই যোগের প্রকৃত অর্থ বোঝেনা। যোগ ছাড়া নিজেকে অথবা ভারতকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না। অনেকে অনেকে সার্ভিস করে, সেন্টার খোলে, তবুও মায়া একেবারে অধঃপতন করিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে অহংকার চলে আসে যে, আমরা এতগুলো সেন্টার খুলেছি। দেহ অভিমান চলে আসে। বাবা বোঝাতে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে

করে, বাবার সাথে যোগযুক্ত হও। কোনরকম বিকর্ম যেন না হয়। যদি বাবাকে ভুলে গিয়ে, অন্য কারোর নাম-রূপের ফাঁদে পড়ে যাও, তাহলে অত্যন্ত লোকসান হয়ে যায়। এ হলো অত্যন্ত কঠিন গন্তব্য। বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠা কি যে সে কথা! বাবার কত মহিমা করা হয়! তাঁর নামে লোকে কত শত মন্দির গড়ে তোলে। এখন তোমরা জানো যে সোমনাথ এর মন্দির কে বানিয়েছিল এবং কবে বানিয়েছিল। ক্রম অনুযায়ী মন্দির গড়ে তোলা হয়। সোমনাথ মন্দিরের পর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তৈরি হয় কিংবা জগদম্বার মন্দির তৈরি হয়েছিল। মানুষ তো একেবারেই জানে না যে, সোমনাথের মন্দির কে তৈরি করিয়ে ছিলেন। বাবা তো নিরাকার। নিরাকারের পূজারীরা নিরাকার শিবকে পূজা করবে। কিন্তু তারাও এসব কথা জানে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী রয়েছে। দিনরাত সার্ভিস করার শখ থাকে। যখন দেহ অভিমান সমাপ্ত হবে, তখনই সার্ভিস করার তীব্র ইচ্ছা তৈরি হবে। দেহী অভিমানী হয়ে উঠতে হবে। বাবার সাথে পুরোপুরি যোগাযোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকা, অত সহজ ব্যাপার নয়। মায়ার বিকাররূপী ভূত এসে যোগ ছিন্ন করে দেয়। সে কথা বাবাই জানেন। কোন কোন বাচ্চারা এতটাই সংবেদনশীল হয় যে, কেউ কিছু বললেই অমনি বিগড়ে গিয়ে ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। তখন তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়। আশ্চর্যজনকভাবে বাবার হয়েও পুনরায় বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। ডিস সার্ভিস করতে শুরু করে। পুরানে ভাগবতেও একথা লেখা রয়েছে যে, অমৃত পান করতে করতে আবার ট্রেটর হয়ে গিয়ে উত্যক্ত করতে থাকে। বাবা সেইসব বাচ্চার জন্য চিন্তা করেন যে, অমুক সন্তান এখনো কাঁচা রয়েছে, যে কোনো সময় ট্রেটর হয়ে গিয়ে ক্ষতি করে দিতে পারে। বাবা দেখেন যে, সেই সব বাচ্চারা ট্রেটর হয়ে গিয়ে ক্ষতি করে দেয় আর তারপর কত অবলার উপর অত্যাচার করতে থাকে। বাদবাকি যে সমস্ত সংসঙ্গ আছে তাতে যাওয়ার জন্য কি কখনো অত্যাচার হয়? এখানকার সর্বপ্রথম কথাই হল বিষ (বিকার) ত্যাগ করার। কিন্তু বাচ্চারা বিষ পরিত্যাগ করে না।

বলা হয়ে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গে গমন করলেন। কিন্তু হেভেন (স্বর্গ) যে কি, সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা। ওরা এমনভাবে বলে যে কথার কোন মানেই হয় না। এখনো বাচ্চারা কত বুঝদার হয়েছে। বাবা জানেন যে কোন বাচ্চারা সুন্দর সুন্দর ফুলের মত ফুটে উঠেছে। কেউ কেউ আছে যারা অন্যের নাম রূপের ফাঁদে পড়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় না। জ্ঞানের কথা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। পুরোপুরি যোগও থাকা দরকার। কেউ কেউ আগে থেকেই কালো হয়েছিল তারপর আরো কালো হতে থাকে। এই সৈন্যবাহিনীতে সব রকম সৈন্যই রয়েছে, হাতিও যেমন রয়েছে তেমনি বাঘ সিংহও রয়েছে, একদিকে যেমন ঘোড়া রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ছাগলও রয়েছে। বাচ্চাদের আচার-আচরণেই বুঝতে পারা যায় - যে কারোর কারোর আচরণ যেন ভেড়ার মত। তারা কিছুই বুঝতে পারেনা, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণা হয় না, যেন মোষের মত মোটা বুদ্ধি। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে দেন যে - তোমরা তো আত্মা। তোমরা অসীমের বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা আর বাকি সব দিক থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো। তোমরা কি আমাকে স্মরণ করতে পারো না? বাদবাকি যত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তাদেরকে তো তোমাদের মনে থাকে, তাহলে আমাকে স্মরণ করতে সমস্যা কোথায়? বাচ্চারা বলে - বাবা, মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়! আরে, তাহলে তো উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবে। তোমরা বাবার সাথে পুরোপুরি বুদ্ধিযোগে যুক্ত হলে, তবেই তো বিশ্বের মালিক হবে। বাবাকে কি কখনো ভোলা যায়। দেহ অভিমানী হয়ে গেলে তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। তোমাদেরকে বারংবার বোঝানো হয় যে - নিজেকে আত্মা মনে কর আর বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করো, জপ করতে হবে না, মুখে কোন আওয়াজ করতে হবে না, তোমাদেরকে বাণীর উর্ধ্ব যেতে হবে। মুখে রাম রাম বললে দেহ অভিমান চলে আসবে। অন্তরে তাকে স্মরণ করতে হবে, এই দেহের অর্গানস এর (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) শুধুমাত্র আধার নিতে হবে। আমি আত্মা - শান্ত হয়ে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল, তাঁর মধ্যে সমস্ত নলেজ রয়েছে, তিনি তোমাদেরকেও সে কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে হোলি (পবিত্র) তাজ প্রাপ্ত করবে। সৃষ্টিচক্রের এই রহস্য জানো বলে রত্নখচিত মুকুট প্রাপ্ত হবে। তোমরা হবে ডবল মুকুটধারী। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তা না হলে ধর্মরাজের ডান্ডা খেতে হবে। আর পদভ্রষ্ট ও হয়ে যাবে। সেই কারণেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অতঃপর গুপ্ত আন্তরিক আনন্দ থাকা দরকার। শব্দ করে হাসা উচিত নয়। লক্ষ্মীনারায়ণকে হর্ষিত মুখ বলা হয়। হর্ষিতমুখ হয়ে থাকা আর হাস্য করা - দুটি ভিন্ন বিষয়। হর্ষিত মুখ হয়ে থাকলে তার অন্তরে গুপ্তখুশি বজায় থাকে, শব্দ করে হাসা ভালো কথা নয়। হর্ষিত বা প্রফুল্লিত হয়ে থাকা সবচেয়ে ভালো। খিল খিল করে হাসা, শব্দ করে হাসা - এ ও একপ্রকারের বিকার। তাও থাকা উচিত না। খুশি তোমাদের চেহারা প্রতীফলিত হওয়া উচিত - তা তখনই হবে যখন তোমরা অন্যদেরকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলবে। সার্ভিস আর সার্ভিস। সেবার কথা এলেই দৌড়ে সেবার জন্য যেতে হবে, আর অন্য কোনো কথা নয়। বাচ্চারা তোমরা সার্ভিস করে থাকো, কাঁটাকে ফুল বানাতে থাকো। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে ভালো ভালো পয়েন্ট বলে দেন। এই দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে

হবে যে বাবা স্বয়ং এসে আমাদের এসব কথা বলছেন। বাবা একথাও বলেন যে তাঁর মহিমা গান করার দরকার নেই। সমস্ত মহিমাই তো শিব বাবার, তাঁকে স্মরণ করলে তবেই সম্পূর্ণ বিকর্মাঙ্গ হতে পারবে। এ অত্যন্ত সহজ কথা বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। অন্তিমে স্বদর্শন চক্রারীরা ক্রম অনুযায়ী তৈরি হয়ে ওঠেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১) বাবাকে সাথে রাখার জন্যে যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। আহার গ্রহণ করার সময় তাঁর স্মরণে থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজের পুরানো দেহের প্রতিও লভ (মোহ) রাখবে না।

২) বাবার সম্পূর্ণ রিগার্ড (সম্মান) রাখতে হবে। অহংকার যেন না আসে। নাম রূপের অসুখ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। জ্ঞান-যোগে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

সবকিছু বাবাকে সঁপে দিয়ে সঙ্গমযুগের বাদশাহীর অনুভবকারী অবিনাশী রাজতিলকের অধিকারী ভব আজকালকার বাদশাহী প্রাপ্ত হয় ধনদান করার ফলে অথবা ভোটদান করার ফলে, কিন্তু তোমাদেরকে স্বয়ং বাবা এসে রাজতিলক দিয়েছেন। বেপরোয়া-বাদশাহ - এই স্থিতি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্থিতি। সবকিছুই যখন বাবাকে সঁপে দিয়েছো, তাহলে সেই সবকিছুর চিন্তা কে করবে? বাবাই করবেন। তবে এরকম করলে হবেনা যে অল্প স্বল্প নিজের অথরিটিকে অথবা মনমতকে লুকিয়ে এখনো রেখে দিয়েছো। যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছো তাহলে সব বাবাকে সঁপে দিয়েছো। এইরকমভাবে সত্যিকারের হৃদয় থেকে সবকিছু বাবাকে সঁপে দিলে, ডবল লাইট, অবিনাশী রাজতিলক এর অধিকারী হয়ে উঠবে।

\*স্লোগানঃ-\*

এক একটি বাক্য মহাবাক্য হবে, একটিও কথা ব্যর্থ যাবে না, তবেই বলা হবে মাস্টার সঙ্গুরু।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;